খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২

(১৯৯২ সনের ৩৯ নং আইন)

খনি ও খনিজ সম্পদ নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নকল্পে প্রণীত আইন৷

যেহেতু খনি ও খনিজ সম্পদ নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নকল্পে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :-

সংক্ষিপ্ত শিরোনামা

১৷ এই আইন খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ নামে অভিহিত হইবে৷

সংজ্ঞা

২৷ বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(ক) “অনুসন্ধান ও অন্বেষণ লাইসেন্স” অর্থ খনি ও খনিজ সম্পদ আবিস্কারের উদ্দেশ্যে কোন ভূমিতে খনিজ বা খনিজ সম্পদ থাকার সম্ভাবনা পরীক্ষা বা অনুসন্ধানের জন্য প্রদত্ত লাইসেন্স;

(খ) “খনিজ সম্পদ” অর্থে এমন বস্তু যাহা সাধারণতঃ প্রাকৃতিকভাবে ভূত্বকের অংশ হিসাবে পাওয়া যায় বা ভূ-ত্বকের মধ্যস্থিত বা উপরিভাগস্থ পানিতে দ্রবনীয় বা নিলম্বিত থাকে, বা উক্তরূপ বস্তু হইতে নিষ্কাশন করা যায় এমন বস্তুকে বুঝাইবে, এবং-

(অ) সিরামিক, রিফ্রেক্টরী ও শোষণক্ষম সম্বন্ধীয় জিনিস তৈরীতে ব্যবহৃত ক্লে;

(আ) রাসায়নিক জিনিস ঘষামাজা ও ঢালাই করার বালুর জন্য ব্যবহৃত সিলিকাবালুসহ সিলিকা (silica);

(ই) অক্ষত, খণ্ডিত ও স্লাব আকারে ব্যবহৃত বালু, নুড়ীপাথর বা শিলা;

(ঈ) সকল প্রকার চুনাপাথর;

(উ) পিটসহ সকল প্রকার কয়লা;

(ঊ) কয়লা বা শেইল (shale) খনন, নিষ্কাশন বা উত্‌পাদন কাজের সহিত সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন এবং কয়লা খনন কার্যক্রম সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় মিথেন (methane) গ্যাস;

(ঋ) কয়লা বা শেইল প্রাপ্তিস্থানে উক্ত পদার্থের প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে নিষ্কাষিত বা উত্পাদিত খনিজ তৈল বা গ্যাস;

ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, কিন্তু-

(অ) জীবিত কোন বস্তু;

(আ) সামুদ্রিক পানি হইতে নিষ্কাষিত লবন, বা

(ই) পানি;

(ঈ) দি পেট্রোলিয়াম এ্যাক্ট ১৯৭৪-এর আওতাধীন পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস;

ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(গ) "খনি" অর্থ খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও অর্জনের উদ্দেশ্যে খনন কাজ;

(ঘ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(ঙ) "ভূমি" অর্থে-

(অ) নদী, খাল, জলপ্রবাহ, জলপ্লাবিত এলাকার তলদেশ;

(আ) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জলসীমার অন্তর্বর্তী মহাসাগরের অন্তরস্থ কিংবা বাংলাদেশের মহীসোপানের উপরিস্থ মহাসাগরের অন্তঃস্থ সকল ভূমি;

(ই) ভূমির অভ্যন্তরস্থ, উপরিস্থ ও উপরিভাগস্থ পানি; কে বুঝাইবে।

অনুসন্ধান ও অন্বেষণ লাইসেন্স ও খনি ইজারা, ইত্যাদি

৩। বিধির বিধান অনুসরণ ব্যতীত অন্য কোন পন্থায় অনুসন্ধান বা অন্বেষণ লাইসেন্স বা খনিজ ইজারা বা সুবিধা প্রদান করা যাইবে না।

বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

৪। (১) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, অনুসন্ধান বা অন্বেষণ লাইসেন্স, খনি ইজারা বা সুবিধা প্রদান এবং খনিজ সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষ করিয়া উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, অনুরূপ বিধিতে নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথা:-

(ক) অনুসন্ধান বা অন্বেষণ লাইসেন্স ও খনি ইজারা ও সুবিধা প্রদানের পদ্ধতি ও তজ্জন্য আবেদন গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ ও আবেদন ফিস;

(খ) অনুসন্ধান ও অন্বেষণ লাইসেন্স ও খনি ইজারা ও সুবিধা প্রদানের শর্ত;

(গ) অনুসন্ধান ও অন্বেষণ লাইসেন্স, খনি ইজারা ও সুবিধা প্রদানজনিত ফরম উহাদের নবায়ন ফরম;